শয়তান কি অতিপ্রাকৃতিক কোন ব্যক্তি ?

"প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামনা দ্বারা আকর্ষিত
ও প্ররোচিত হইয়া পরীক্ষিত হয়" *যাকোব ১:১৪*

বাইবেল বেসিকস্ঃ লিফলেট ৩

অনেক ধর্মে এই বিশ্বাস আছে যে অতিকায় বিশাল কোন প্রাণী আছে যাকে শয়তান বা দিয়াবল বলা হয়। যে সকল সমস্যার উৎস এবং আমরা সকলে যে পাপ করি তার জন্য দায়ী। কিন্তু বাইবেল শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং স্বর্গদূত কখনও পাপ করতে পারেনা।

এর অর্থ, এটা একেবারে অসম্ভব যে এমন কোন অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক ব্যক্তি নাই যে ঈশ্বরকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন হয় যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, এমন কোন ব্যক্তি বা সত্বার অস্তিত্ব আছে।

শয়তানী বা মন্দতার উৎস

আর একটি বিশ্বাস আছে মানুষের যে, ভালো বিষয়গুলি আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে আর খারাপ আসে শয়তানের কাছ থেকে। প্রাচীন বাবিলনীয়রা বিশ্বাস করতেন, ভালো দেবতা ও মন্দ দেবতায়। কিন্তু এবিষয়ে ঈশ্বর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন,

- "আমিই সদাপ্রভু, আর কেহ নয়; আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই... আমি দীপ্তির রচনাকারী ও অন্ধকারের সৃষ্টিকর্তা, আমি শান্তির রচনাকারী ও অনিষ্টের সৃষ্টিকর্তা; আমি সদাপ্রভু এই সকলের সাধনকর্তা" (যিশাইয় ৪৫:৫-৭,২২)।

এই অর্থে ঈশ্বরই মূল লেখক, তিনিই সব সর্বনাশের সৃষ্টি করেন। সর্বনাশ বা দুর্যোগ সাধনের সাথে পাপের পার্থক্য আছে। ঈশ্বরের কারণে নয়, মানুষের কারণেই পাপ এই জগতে এসেছে।

- "এক মনুষ্য দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল" (রোমীয় ৫:১২)

ঈশ্বর বাবিলনীয়দের কাছে বলেছিলেন, 'আমি ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর **নাই**' (যিশাইয় ৪৫:৫)। তিনি ব্যতিরেকে শক্তি বা ক্ষমতার অন্য কোন উৎস নাই। এভাবে ঈশ্বরকে সঠিকভাবে বিশ্বাস করে এমন কোন ব্যক্তি এটা বিশ্বাস করতে পারেনা যে, পৃথিবীতে আলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন শয়তান বা দিয়াবল আছে।

ঈশ্বর - সর্বনাশ সৃষ্টিকারী

ঈশ্বর মানুষের জীবনে যে "মন্দতা" নিয়ে আসেন তার অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে–

- আমোষ ৩:৬ পদ বলে, "সদাপ্রভু না ঘটাইলে নগরের মধ্যে কি অমঙ্গল ঘটে?"
- মীখা ১:১২ পদ বলে "...কেননা যিরূশালেমের দ্বার পর্যন্ত সদাপ্রভু হইতে অমঙ্গল উপস্থিত"।

- ইয়োব বিষয়টি স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, "...সদাপ্রভুই দিয়াছিলেন, সদাপ্রভুই লইয়াছেন" (ইয়োব ১:২১)। ইয়োব তাকে বললেন, "আমরা ঈশ্বর হইতে কি মঙ্গলই গ্রহণ করিব, অমঙ্গল গ্রহণ করিব না? (ইয়োব ২:১০)। তার ভাই ও বোনেরা এবং যারা তাকে আগে চিনত তারা... "সদাপ্রভু কর্তৃক ঘটিত সমস্ত বিপদের বিষয়ে তাহাকে সান্ত্বনা করিল" (ইয়োব ৪২:১১-১২)।

সুতরাং ঈশ্বর আমাদের জীবনে "মন্দতা" সৃষ্টি করেন, এই অর্থে যে, তার মূল উৎস আমাদের অন্তরেই থাকে।

'অর্থোডক্স' শয়তান - অযৌক্তিক

"কেননা প্রভু যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকেই শাসন করেন, ...শাসনের জন্যই তোমরা সহ্য করিতেছ... তথাপি তদ্দ্বারা যাহাদের অভ্যাস জন্মিয়াছে তাহা পরে তাহাদিগকে ধার্মিকতার শান্তিযুক্ত ফল প্রদান করে" (ইব্রীয় ১২:৬-১১)। এই পদ দেখায় ঈশ্বর আমাদেরকে যে, শাসন করেন তার ফলে আমরা আত্মিক বৃদ্ধি লাভ করি।

শয়তান আমাদেরকে পাপের দিকে টানে, আর অন্যদিকে "শান্তিপূর্ণ সৎ জীবনের ফলাফল"। লাভের জন্য আমাদের নিজেদের কারণে সমস্যার মধ্যে দিয়ে পথ চলা-এই কথাগুলির মধ্যে একটা সংগতি আছে। এখানে শয়তান সম্পর্কে যে প্রাচীন ধারনা দেওয়া হয়েছে তাতে শয়তান আমাদেরকে সমস্যার দিকে ঠেলে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, যেসব পদে মানুষের শাস্তি পাওয়াকে শয়তানের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের " ...আত্মা প্রভু যীশু আসবার দিনে পরিত্রাণ পায়" (১ম করিন্থীয় ৫:৫) অথবা পৌল "তাহাদিগকে শয়তানের হস্তে সমর্পণ করিলাম, যেন তাহারা শাসিত হইয়া ধর্মনিন্দা ত্যাগ করিতে শিক্ষা পায়" (১ম তীমথিয় ১:২০)। এজন্য শয়তান যদি সত্যিই মানুষকে পাপ করানোর দায়ী কোন ব্যক্তি হয়, তবে কেন শয়তানকে এখানে অনেকটা ইতিবাচক আলো হিসাবে দেখানো হয়েছে ? এর উত্তরে বলা যায়ঃ শয়তান হচ্ছে বিরোধীতাকারী বা কঠিন জীবন, বিশ্বাসীদের জীবনে ইতিবাচক আত্মিক কার্যকরী ফলাফল নিয়ে আসতে পারে।

পাপের উৎপত্তি

পাপ আমাদের **অন্তরের ভেতর থেকেই** আসে। **আমাদের** ব্যর্থতাই হচ্ছে আমাদের পাপ। মনে রাখবেন, "পাপের বেতন মৃত্যু" (রোমীয় ৬:২৩) পাপ আসলেই মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। আমরা যে পাপ করি তা যদি শয়তানের কাজ করি, তাহলে ন্যায়বান ঈশ্বরের উচিত আমাদেরকে শাস্তি দেবার আগে শয়তানকে শাস্তি দেওয়া। কিন্তু বাস্তব বিষয়টি হচ্ছে, আমরা নিজেরাই আমাদের পাপের জন্য শাস্তি পাই, যা দেখায় যে, আমরাই মূলত এজন্য দায়ী।

- "মনুষ্যের বাহিরে এমন **কিছুই নাই**, যাহা তাহার **ভিতরে** গিয়া তাহাকে অশুচি করিতে পারে... কেননা **ভিতর** হইতে, মনুষ্যদের অন্তঃকরণ হইতে, কুচিন্তা বাহির হয় - বেশ্যাগমন, চৌর্য, নরহত্যা, ব্যভিচার, লোভ, দুষ্টতা, ছল... এই সকল মন্দ বিষয় ভিতর হইতে বাহির হয়, এবং মনুষ্যকে অশুচি করে" (মার্ক ৭:১৫-২৩)।

এখানে এই ধারনাটি স্পষ্ট যে, আমাদের ভেতরেই পাপপূর্ণ এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলি আমাদেরকে পাপ কাজ করাতে সাহায্য করে, যা যীশুর শিক্ষার সাথে বিপরীত হয়ে যায়। আসলে আমাদের ভেতরে অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে থেকেই সব মন্দ বিষয়গুলি বের হয়ে আসে। যাকোব ১:১৪ পদ বলে যে কিভাবে আমরা প্রলোভিত হই : "প্রত্যেক ব্যক্তি **নিজ কামনা দ্বারা** আকর্ষিত ও প্ররোচিত হইয়া পরীক্ষিত হয়"। মূলতঃ আমাদের নিজেদের ভেতরের কামনা দ্বারাই আমরা প্রলোভিত হই কখনই বাইরের কোন শক্তি দ্বারা নয়। যাকোব প্রশ্ন রেখেছেন, "তোমাদের মধ্যে কোথা হইতে যুদ্ধ ও কোথা হইতে বিবাদ উৎপন্ন হয়? তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে সকল সুখাভিলাষ যুদ্ধ করে, সেই সকল হইতে কি নয়?" (যাকোব ৪:১)। আসলে সকল মন্দ প্রলোভনই উৎপত্তি করে আমাদের নিজেদের মন্দ ইচ্ছা বা কামনা।

পাপের উৎস সম্পর্কে পৌল

পৌল দুঃখ করে বলেছেন, "আমি জানি যে আমাতে, অর্থাৎ আমার মাংসে, উত্তম কিছুই বাস করে না... কেননা আমি যাহা ইচ্ছা করি, সেই উত্তম ক্রিয়া করি না... পরন্তু যাহা আমি ইচ্ছা করি না, তাহা যদি করি, তবে তাহা আর আমি সম্পন্ন করি না, কিন্তু আমাতে বাসকারী পাপ তাহা করে" (রোমীয় ৭:১৮-২১)। পৌল কখনও তার পাপের জন্য বাইরে কোন শক্তি বা শয়তানকে দায়ী করেননি। তিনি তার নিজের পাপের উৎসকে নিজের 'অন্তর' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এভাবে "তাহা আর আমি সম্পন্ন করি না, কিন্তু আমাতে বাসকারী পাপ তাহা করে। অতএব আমি এই ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেছি যে, সৎকার্য করিতে ইচ্ছা করিলেও মন্দ আমার কাছে উপস্থিত হয়" (রোমীয় ৭:২০-২১)। আর একারণেই তিনি বলেছেন, আমার আত্মিক মনের বিরুদ্ধে এমন কিছু এসে যায় আমাকে দিয়ে মন্দ কাজ করিয়ে ফেলে, আর এটাকেই তিনি 'আমার মধ্যে বসবাসকারী পাপ' বলেছেন।

বাইবেলে 'শয়তান' শব্দের উলেখ

১ম রাজাবলি ১১:১৪ পদ বলে যে, "...সদাপ্রভু শলোমনের এক জন বিপক্ষ [বেশকিছু হিব্রু শব্দে এই শত্রু বলতে 'শয়তান' বোঝানো হয়েছে] উৎপন্ন করিলেন; তিনি ইদোমীয় হদদ হিসাবে দাড় করালেন"। এরপর "ঈশ্বর শলোমনের আর এক জন বিপক্ষ উৎপন্ন করিলেন... রষোন" (আর একজন শয়তান)। শলোমন যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন রষোন ইস্রায়েলের সংগে শত্রুতা (শয়তান হিসাবে) করেছিল (১ম রাজাবলি ১১:২৩,২৫)। দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর কোন অশরীরী স্বত্বাকে বা অতিপ্রাকৃতিক কোন কিছুকে শয়তান বা শত্রু হিসাবে দাড় করাননি, বরং সাধারণ মানুষদের থেকেই তা করেছিলেন।

আর একটি উদাহরণ ঃ পিতর যখন যীশুর সাথে যিরূশালেমে গিয়ে তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে কথা বলেন, তখন যীশু তার কথাটি গুরুত্ব সহকারে ধরেন এবং পিতরকে বলেন, "আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, **শয়তান**, তুমি আমার বিঘ্নস্বরূপ; কেননা যাহা ঈশ্বরের, তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের তাহাই তুমি ভাবিতেছ" (মথি ১৬:২৩)। এভাবেই যীশু পিতরকেও শয়তান বলে ডেকেছিলেন।

ঈশ্বরকেও শয়তান বলা যেতে পারে

যেহেতু 'শয়তান' অর্থ শুধুমাত্র বিপক্ষ বা বিরোধিতাকারী সেকারনে একজন খাঁটি ভালো মানুষকেও, এমনকি স্বয়ং ঈশ্বর নিজেকেও 'শয়তান' হিসাবে সম্বোধন করতে পারেন। শুধুমাত্র নাম হিসাবে শয়তান শব্দটি ব্যবহার করলে কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। ঈশ্বর আমাদের কাছে এভাবে শয়তান হতে পারে।

- আমাদের জীবনে পরীক্ষার দুঃখ কষ্ট নিয়ে আসা।

কিন্তু মৌলিক বিষয়টি হচ্ছে, আমরা এই অর্থে কখন তাঁকে শয়তান ডাকতে পারি না, যেহেতু তিনি পাপ করেন না।

শমূয়েল ও বংশাবিল পুস্তকে এবিষয়ে সমান্তরাল কিছু বাস্তব ঘটনার উলেখ পাওয়া যায়। ২য় শমূয়েল ২৪:১ পদ বলে, "ইস্রায়েলের প্রতি **সদাপ্রভু** ক্রোধ পুনর্বার প্রজ্বলিত হইল, তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে দায়ূদকে প্রবৃত্তি দিলেন, কহিলেন, যাও, ইস্রায়েল ও যিহূদাকে গণনা কর"। ১ম বংশাবলি পুস্তকে সমান্তরাল যে, ঘটনাটির উলেখ আছে সেখানে বলা হয়েছে, "**শয়তান** ইস্রায়েলের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া ইস্রায়েলকে গণনা করিতে দায়ূদকে প্রবৃত্তি দিল"। কোন একটি পদে **ঈশ্বর** কোন একটি বিষয়কে তুলে ধরেন, আবার অন্য পদে **শয়তান** সেই কাজগুলিকেই বাস্তবে রূপ করে। আর এভাবেই ঈশ্বর রাজা দায়ূদের বিরুদ্ধে কাজ করে তার কাছে 'শয়তান' হয়েছেন।

বাইবেলে 'দিয়াবল' শব্দের ব্যবহার

'শয়তান' শব্দের মত একই রকমভাবে 'দিয়াবল' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যীশু তার শিষ্যদের কাছে বলেন, "তোমরা এই যে বারো জন, আমি কি তোমাদিগকে মনোনীত করি নাই? আর তোমাদের মধ্যেও এক জন **দিয়াবল** আছে। এই কথা তিনি ঈষ্করিয়োতীয় শিমোনের পুত্র যিহূদার বিষয়ে কহিলেন" (যোহন ৬:৭০-৭১)। যিনি একজন সাধারণ মরনশীল মানুষ ছিলেন, এখানে দিয়াবল বলতে শুধুমাত্র একজন দুষ্ট মানুষ হিসাবে উলেখ করা হয়েছে।

১ম তীমথিয় ৩:১১ পদে আর একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। মন্ডলীর প্রাচীনদের স্ত্রীরা "অভিযোগকারী" যেন না হয়; এখানে গ্রীক যে আদি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে 'ডায়াবোলোস' (Diabolos)। 'দিয়াবল' বোঝাতে সবজায়গায় এই একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এজন্যই পৌল তীতকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যেন তার মন্ডলীর বয়স্ক মহিলারা অভিযোগকারী বা দিয়াবল না হয় (তীত ২:৩)

'শয়তান' ও 'দিয়াবল' বলতে কখনই এমন কিছু বোঝায় না যে, সে পতিত স্বর্গদূত কিংবা আমাদের মন এর বাইরের কোন কিছু নয়।

পাপ, শয়তান ও দিয়াবল

আমাদের ভেতরের স্বাভাবিক বা প্রকৃতিদত্ত পাপপূর্ণ প্রবনতাকেই রূপক হিসাবে 'শয়তান' ও 'দিয়াবল' শব্দ দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলিই আসলে আমাদের প্রধান 'অভিযোগকারী' বা 'শয়তান'। এগুলিকে ব্যক্তিকরন (ইংরাজীতে পার্সোনিফাইড) করা হয়েছে এবং এমন সব ক্ষেত্রে আমরা "দিয়াবল" শব্দকে আমাদের বিপক্ষ বা শত্রু, সত্যের বিরোধিতাকারী হিসাবে উলেখ করতে দেখি। এ দ্বারা স্পষ্টত বোঝা যায় যে, আমাদের প্রকৃতিদত্ত 'মানুষ' বা 'মানবিক' সত্ত্বাই মূলত 'দিয়াবল' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

"দিয়াবল" ও আমাদের মন্দ ইচ্ছার সঙ্গে সম্পর্ক হচ্ছে, আমাদের মধ্যেকার সম্পর্ক হচ্ছে পাপ–যা শাস্ত্রের কয়েকটি স্থানে প্রকাশ করা হয়েছে।

- "সেই সন্তানগণ (আমরা নিজেরা) যখন রক্তমাংসের ভাগী, তখন তিনি (যীশু) নিজেও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন; যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর কর্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তিহীন করেন" (ইব্রীয় ২:১৪)। দিয়াবলকে এখানে মৃত্যুর জন্য দায়ী হিসাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু রোমীয় পত্র আমাদেরকে বলে, পাপই আমাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী – "পাপের বেতন মৃত্যু" (রোমীয় ৬:২৩)। ফলশ্রুতিতে পাপ ও দিয়াবল পরস্পর সমান্তরাল অবস্থায় চলে আসে।
- একই রকমভাবে যাকোব ১:১৪ -১৫ পদ বলে, "প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামনা দ্বারা আর্কষিত ও প্ররোচিত হইয়া পরীক্ষিত হয়। পরে কামনা সগর্ভা হইয়া পাপ প্রসব করে, এবং পাপ পরিপক্ক হইয়া মৃত্যুকে জন্ম দেয়"। কিন্তু ইব্রীয় ২:১৪ পদ বলে, সেই জন্য যীশু নিজেও রক্তমাংসের মানুষ হলেন, যাতে মৃত্যুর ক্ষমতা যার হাতে আছে সেই দিয়াবলকে তিনি নিজের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে শক্তিহীন করেন।
- রোমীয় ৮:৩ পদের সাথে এর মিল রয়েছে যে, "ঈশ্বর তাহার... নিজ পুত্রকে পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে এবং পাপার্থক বলিরূপে পাঠাইয়া দিয়া **মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করিয়াছেন**"। এই পদটি আমাদের দেখায় যে, দিয়াবল শয়তান ও মানুষের পাপ স্বভাব বা প্রবণতা-উভয়ই প্রকৃতিদত্তভাবে এক ও পরস্পর কার্যকরী।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় বোঝা আমাদের প্রয়োজন যে, যীশুও ঠিক আমাদের মতই প্রলোভিত হয়েছিলেন। দিয়াবল বা শয়তান সম্পর্কিত মতবাদ সঠিকভাবে না বুঝতে পারার অর্থ আমরা সঠিকভাবে যীশুর কাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কেও বুঝতে পারিনি। কারণ যীশুও আমাদের মত মানবীয় প্রকৃতি বা স্বভাব ছিল– অর্থাৎ তার মাঝেও সেই "দিয়াবল" এর অস্তিত্ব ছিল– যেন আমাদের জন্য পরিত্রাণের আশা থাকে।

- যীশু খ্রীষ্ট... "তিনি সর্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, বিনা পাপে" (ইব্রীয় ৪:১৫; ২:১৪-১৮)।

যীশু নিজে তার আপন মানবীয় পাপ প্রকৃতি বা শয়তানকে জয় করেছেন, বাইবেলীয় এই শয়তান হিসাবে ক্রুশের উপরে সমস্ত শয়তানী প্রকৃতি বা শক্তিকে ধ্বংস করেছেন।

শয়তান সত্যিই যদি কোন ব্যক্তিস্বত্ত্বা হতেন তবে তার অস্তিত্ব আর থাকার কথা ছিল না।

আমাদের পাপ – শয়তানের কাজ

"যে পাপাচরণ করে, সে দিয়াবলের" (১ম যোহন ৩:৮) কারণ মানুষের অন্তরের কামনাই মানুষকে পাপের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং ফাঁদে ফেলে। তাপর কামনা পরিপূর্ণ হলে তার পাপের জন্ম হয় আর পাপ পরিপূর্ণ হলে পর মৃত্যুর জন্ম হয় (যাকোব ১:১৪-১৫), ঐ কামনাকেই বাইবেলে দিয়াবল বলা হয়েছে। "ঈশ্বরের পুত্র এই জন্যই প্রকাশিত হইলেন, যেন দিয়াবলের কার্য সকল লোপ করেন"। (১ম যোহন ৩:৮)।

একথাটি যদি আমরা সঠিক বলে মনে করি যে, আমাদের মন্দ ইচ্ছাই আসলে শয়তান বা দিয়াবল, তাহলে আমাদের মন্দ ইচ্ছা অনুসারে যে কাজ করা হয় সেটাই আমাদের পাপ, যেমন কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করা। ১ম যোহন ৩:৫ পদে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে "পাপভার লইয়া যাইবার জন্য তিনি (যীশু) প্রকাশিত হইলেন"। এটাই প্রমাণ করে যে, আমাদের পাপ ও "শয়তানের কাজ" একই বিষয়।

প্রেরিত ৫:৩ পদে আর একটি উদাহরণ স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে, শয়তান ও পাপ সম্পর্কে। পিতর অননিয়কে বললেন, "অননিয়, শয়তান কেন তোমার হৃদয় এমন পূর্ণ করিয়াছে?" পরে ৪ পদে পিতর বলেন, "...তবে এমন বিষয় তোমার হৃদয়ে কেন ধারণ করিলে?" আমাদের মনের মধ্যে কোন খারাপ ইচ্ছা পোষণ করার অর্থই শয়তান আমাদের হৃদয় পাপে পূর্ণ করা।

দিয়াবলের ব্যক্তিকরণ

দিয়াবল যদি একজন ব্যক্তি হত তবে নিশ্চয় বাইবেল তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরত। ইব্রীয় ২:১৪ পদ বলে, যীশু "...যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর কর্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তিহীন করেন"। বাইবেলে প্রায়ই দিয়াবলকে ব্যক্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে বা ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে। এটা মূলত আসল ব্যক্তি নয় কিন্তু একজন ব্যক্তির বিমূর্ত ধারনা মাত্র। একই রকম ভাবে হিতোপদেশ (৯:১) "প্রজ্ঞা" বা "সুবুদ্ধি" কে একজন মহিলা হিসাবে উলেখ করা হয়েছে, যিনি সুন্দর একটি ঘর তৈরী করেছেন এবং রোমীয় ৩:২৩ পদে বলা হয়েছে, "পাপের বেতন মৃত্যু" - পাপ কে একজন নিয়োগকারী এবং সে বেতন দিচ্ছে।

আমাদের নিজ নিজ দিয়াবল অর্থাৎ 'ডায়াবোলোস' বা 'বিপক্ষ' আমাদের মন্দ ইচ্ছার প্রতিনিধি। তবে আমরা কখনই বিমুর্ত বিপক্ষকারী ডায়াবোলিজম হতে পারি না, কারণ যে মন্দ ইচ্ছা বা আকাংক্ষা মানুষের হৃদয়ের মধ্যে থাকে তা থেকে মানুষকে পৃথক করা যায় না, আর এর ফলেই 'দিয়াবলকে' ব্যক্তিকরন বা পার্সোনিফাইড করা হয়েছে।

পাপ অনেক বারই 'প্রভু' হিসাবে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (যেমন, রোমীয় ৫:২১; ৬:৬,১৭ পদ; ৭:৩)। এটা সকলের কাছেই বোধগম্য, ফলশ্রুতিতে দিয়াবলকেও ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে, ফলে দিয়াবলকেও পাপ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই রকমভাবে পৌল আমাদের কাছে দুটি সত্ত্বার কথা বলেছেন, যা মূলত আমাদের মাংসের মধ্যেই অবস্থান করে (রোমীয় ৭:১৫-২১):

- মাংসিক মানুষ হিসাবে 'দিয়াবল' এবং
- আত্মিক মানুষ হিসাবে মন্দের সাথে দ্বন্দ্ব

তাসত্ত্বেও এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, আক্ষরিক অর্থে দুটি পৃথক স্বত্তা নয়, বরং সেই স্বত্ত্বা যা মন্দের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ করে, সেই মন্দ স্বত্ত্বাটিকেই আমরা 'দিয়াবল' বলে চিহ্নিত করি (মথি ৬:১৩) যাকে বাইবেলীয় 'দিয়াবল' বলা হয়।

আমাদের নিজস্ব স্বভাব বা প্রকৃতির সাধারণ মাংসিক স্বত্ত্বাটিই হল দিয়াবল ; পাপ ও প্রলোভন আমাদের হৃদয়ের মধ্যেই তৈরী হয়। আত্মিক দ্বন্দের আসল জায়গাটিই হল মানব হৃদয়।

বাস্তব প্রয়োগ

উপরোক্ত বিষয়গুলি ঠিকমত বুঝে থাকলে অবশ্যই আমরা প্রতিদিন আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাবো, ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে আমাদের মনকে ভরে রাখতে সবসময় চেষ্টা করব, আমাদের মনোভাবকে আমরা সবসময় এমনভাবে গঠন করে রাখব যেন তা সর্বদা ঈশ্বরের কাজে ব্যস্ত থাকতে পারে, আমরা আমাদের দেহ-মনকে সর্বদা পরীক্ষা করব, পাপের প্রতি আমাদের ও সকল মানুষের প্রকৃতিদত্ত যে দুর্বলতা তাকে সবসময় নিজের কাছে জবাবদিহি করবো। অন্যেরা যখন আমাদের প্রতি খারাপ আচরণ করবে তখন কখনই আমরা তার প্রতিশোধের কথা চিন্তা করব না, কারণ আমরা জানি এটা তাদের সেই মাংসিক 'শয়তান' এর কাজ। আমরা আমাদের ভেতরকার শয়তানী স্বভাব ও চিন্তাধারাকে প্রতিহত করতে প্রতিমূহুর্ত যে লড়াই করে চলেছি তা খুবই কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ বিধায় আমরা আমাদের পাপের জন্য ব্যক্তিক শয়তানকে দায়ী করার ব্যাপারটি সহজেই বিশ্বাস করে থাকি, যা সঠিক নয়।

ব্যক্তিগত সাক্ষ্য

০১. আমি আফ্রিকা দেশে বড় হয়ে উঠেছি। শয়তান নামে একজন ভয়ংকর ব্যক্তি সম্পর্কে প্রথম থেকেই আমাকে একটি আতংকের মধ্যে বড় করে তোলা হয়েছে। কিন্তু তার সম্পর্কে আমার করনীয় কি সেটাও বুঝতে পারতারম না। প্রত্যেক মানুষই তাকে বিশ্বাস করে কিন্তু কেউই তাকে ঠিকমত চিহ্নিত করতে পারেনি, কেউ বলতে পারেনা কিভাবে সে কাজ করে কিংবা কোথায় সে থাকে বা তাকে কোথায় পাওয়া যায়। ছোটবেলা থেকেই আমি একটু চিন্তাশীল এবং একারণেই আমি এসব প্রশ্নের উত্তর, ব্যাখ্যা খোজ করছিলাম। কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর কেউই আমাকে দেয়নি। অন্যদিকে আমি দেখেছি, মানুষ কত স্বার্থপর, মানুষ নিজেকে শাসন করার গুরুত্ব কখনই বুঝতে চায় না। যারা চার্চে যায় প্রতি রোববার তারাও এমন। জীবনের ছোট-খাটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে বড় বড় বিষয়গুলিতে এমনকি তথাকথিত "খ্রীষ্টিয়ানরাও" ঠিক অন্য আর দশজন অবিশ্বাসীর মত আচরন করে।

আমার ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল, সে আমাকে বলতে লাগল, বাইবেল থেকে সে এসব বিষয়ে কি কি শিখছে– তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে, দিয়াবল শয়তান কখনই একজন মানুষ নয় এবং পাপ সম্পর্কে আসল শত্রু হচ্ছে আমাদের নিজেদের মনের মন্দতা। এই নিজস্ব মন্দ শক্তির বিরুদ্ধেই আমাদেরকে লড়াই করতে হবে ঈশ্বরের বাক্যের সাহায্যে। হঠাৎ করেই এই কথাগুলো আমার একেবারে যথার্থ বলে মনে হল। সহসাই আনন্দিত হয়ে উঠলাম। কোন রকম ভয় ছাড়াই ব্যক্তিগত শয়তানকে সঙ্গে নিয়ে জীবন যাপন করা আমার জীবনের সবকিছুকে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণের অধীনে দেখা এবং জীবনের এই মূল উদ্দেশ্যকে দেখা নিজের মত করে যে– নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করা এবং নিজের জন্মগত বা প্রকৃতিদত্ত স্বভাব বা আকাংক্ষার বিরুদ্ধে সবসময় যুদ্ধ করে বিজয়ী হওয়া ইত্যাদি বিষয় আমাদের প্রচন্ড আলোড়িত করল। এই চিন্তাভাবনাগুলো আমার বাপ্তিস্ম নেবার বেশিদিন আগের নয় এবং এরপর আমি আর কখনই পিছনে ফিরে তাকাইনি।

০২. বহু বছর যাবৎ আমি নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদী ছিলাম, আর একারণেই নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতাম। কিন্তু তার পরেও আমার মধ্যে এমন একটা ধারনা ছিল যে, নিশ্চয় এমন কোন একজন ব্যক্তি আছেন যে মন্দতার জন্য দায়ী ও আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। সবসময়ই মানবিকতা সম্পর্কে আমার একটা উচ্চ ধারনা ছিল। আমি ভাবতাম, বিজ্ঞান ও উন্নত সবকিছুর সাহায্যে আমরা নিজেরাই নিজেদের সব সমস্যার সমাধান করতে পারি। কিন্তু বেশ কয়েকবার নিজের সাথে নিজেরই বিশ্বাস ঘাতকতা হবার পর আমার অভিজ্ঞতা হল, আমি উপলব্দি করলাম, মানবিকতা ক্রমশ খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে। কখনই ভালো দিকে যাচ্ছে না। এরপর যখন কেউ একজন আমাকে বলল যে, "আসলে কোন শয়তান বা দিয়াবল নাই এবং আমরা নিজেরাই আমাদের সমস্ত পাপের জন্য দায়ী"– তখন আমি খুবই দুঃখ পেলাম। কিন্তু এ বিষয়টি গ্রহণ করার পর আমি

বুঝলাম যে, পাপ কত গুরুত্বপূর্ণ এবং পাপ বলতে আসলে কি বোঝায় তা আমি বুঝলাম, আরও বুঝলাম যে, ঈশ্বর বলে একজন আছে যার বিরুদ্ধে আমরা পাপ করেছি। এসব ভাবতে ভাবতে আমি ক্রমশ বিশ্বাস করা শুরু করলাম যে, আমার ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করা উচিৎ। বিশ্বাস করার পর আমি চিন্তা করলাম, আমার এখনই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং আমি যেহেতু খুব দুর্বল সেজন্য বাইরের থেকে আমার ক্ষমা লাভ করা ও সাহায্য পাওয়া প্রয়োজন। এভাবে একসময় আমি যীশুতে বাপ্তিস্ম নেবার সমগ্র ধারনাটি পেলাম, যীশু শয়তানের বা পাপের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছেন তার মৃত্যুর মাধ্যমে এসব বিষয়গুলি আমার কাছে সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও খুব জরুরী মনে হয়েছে।

বাইবেল শিক্ষা দেয়

- বাইবেল ঈশ্বর নিঃশ্বসিত বাক্য -
  ২য় তীমথিয় ৩:১৬-১৭: ২য় পিতর ১:১৯-২১
- একজন মাত্র পিতা, ঈশ্বর আছেন -
  যিশাইয় ৪৪:৬; ৪৬:৯-১০; ইফিষীয় ৪:৬; মথি ৬:৯
- পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের একটি শক্তি -
  গীতসংহিতা ১০৪:৩০; ইয়োব ২৬:১৩; লূক ১:৩৫
- পাপের কারণেই মানুষ মরণশীল -
  আদিপুস্তক ২:১৭; ৩:১৭-১৯; রোমীয় ৫:১২; ১ম করিন্থীয় ১৫:২২
- আমাদের স্বাভাবিক বা জন্মগত প্রকৃতির কারণেই আমরা পাপ করি -
  মার্ক ৭:১৮-২৩; যাকোব ১:১৩-১৫; রোমীয় ৭:১৪-১৫
- মৃত্যু আসলে চেতনাবিহীন বা অবচেতনশীল একটা অবস্থা - *গীতসংহিতা ৬ঃ৫; ১৪৬ঃ২-৪; ১১৫ঃ১৭; উপদেশক ৯:৫; যিশাইয় ৩৮:১৮-১৯; প্রেরিত ২:২৯*
- যারা সুসমাচার বোঝে, এতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে ও যীশু খ্রীষ্টতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে কেবল তারাই পরিত্রাণ পায় - *মার্ক ১৬ঃ১৫-১৬*
- "ঈশ্বরের রাজ্য ও যীশু খ্রীষ্টের নাম সম্পর্কে যে সুখবর তাকেই" সুসমাচার বলা হয় - *প্রেরিত ৮:১২*
- পাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই বাপ্তিস্ম নেওয়া প্রয়োজন -
  প্রেরিত ২:৩৮, ২২:১৬
- যীশু আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন -
  প্রেরিত ১:১০-১১; ১ম থিষলনীকীয় ১:১০; ২:১৯; প্রকাশিত বাক্য ২২:১২
- যীশু ফিরে আসবার পর সকলের পুনরুত্থান ও বিচার হবে -
  ১ম করিন্থীয় ১৫:২১-২৩; দানিয়েল ১২:২-৩; যোহন ৫:২৮-২৯; ১১:২৪; ২য় তীমথিয় ৪:১; রোমীয় ১৪:১০-১২
- যারা বিশ্বাসে খাঁটি বা বিশ্বস্ত খ্রীষ্টিয়ান তাদেরকে পুরস্কার হিসাবে অমরণশীলতা দান করা হবে - *১ম করিন্থীয় ১৫:৫২-৫৪; দানিয়েল ২:৪৪; লূক ২০:৩৫-৩৬*
- যীশু এই পৃথিবীর উপরেই তার রাজ্য স্থাপন করবেন -
  মথি ৬:৯-১০; ২৫:৩৪; দানিয়েল ২:৪৪; প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫

- পৃথিবীর উপরে যিরুশালেম নগরই হবে ঈশ্বরের রাজ্যের রাজধানী - *যিরমিয় ৩:১৭; মথি ৫:৩৫; সখরিয় ১৪:১৭।*
- আব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞা - *আদিপুস্তক ১২:১-৩; ১৩:১৪-১৭; গালাতীয় ৩:১৬, ২৬-২৯ পদ, লূক ১৩:২৮*
- দায়ূদের কাছে করা প্রতিজ্ঞা - *২য় শমূয়েল ৭:১২-১৬; যিরমিয় ২৩:৫-৬, লূক ১:৩১-৩৩; প্রেরিত ১৩:২২-২৩; প্রকাশিত বাক্য ৫:৫; ২২:১৬*
- সারা বিশ্বের ইস্রায়েল জাতীকে একজায়গায় একত্রিত করা হবে - *যিরমিয় ৩০:১০-১১; ৩১:১০; সখরিয় ৮:৭-৮; যিহিষ্কেল ৩৮:৮, ১২পদ; রোমীয় ১১:২৫-২৭।*
- ঈশ্বরের রাজ্যের গৌরব-মহিমা হবে - *গীতসংহিতা ৭২; যিশাইয় ৩৫ অধ্যায়; ১১ অধ্যায়; ২ অধ্যায়; সখরিয় ১৪:৯*

প্রশ্নাবলী শয়তান কি অতিপ্রাকৃতিক কোন ব্যক্তি

১। অনেক ধর্মে শয়তান বা দিয়াবল সম্বন্ধে কি বিশ্বাস আছে ?

২। বাইবেল কি শিক্ষা দেয় স্বর্গদূত কি কখনও পাপ করতে পারে ?

৩। ঈশ্বরের কারণে না মানুষের কারণে পাপ এই জগতে এসেছে ?

৪। যিশাইয় ৪৫:৫ পদ অনুসারে ঈশ্বর বাবিলনীয়দের কাছে কি বলেছিলেন ?

৫। ইয়োব ২:১০ পদ অনুযায়ী অমঙ্গল কি শয়তান হইতে হয় না ঈশ্বর হইতে ?

৬। ঈশ্বর মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই ঘটান, তিনি ভাল মন্দ উভয়ের স্রষ্টা - এর বিপক্ষে কি আপনার কোন মতামত আছে কি ?

৭। ঈশ্বর আমাদের জীবনে "মন্দতা" সৃষ্টি করেন সেটা কি অর্থে প্রকাশ পায় ?

৮। ধর্ম্মনিন্দা করা হলো ঈশ্বর বিরোধিতা আর ঈশ্বর বিরোধীতাই হলো শয়তান বা শয়তানের কাজ কিন্তু ১ম তীমথিয় ১:২০ পদে কেন এই ধর্ম্ম নিন্দা ত্যাগ করিবার জন্য পৌল তাহাদিগকে শয়তানের হস্তে সমাপন করিলেন ?

৯। পাপ কোথা থেকে আসে ?

১০। আমাদের পাপের জন্য কি আমরা শাস্তি পাই, না শয়তান শাস্তি পায়, এর জন্য দায়ী কে ?

১১। পাপের বেতন কি ?

১২। মার্ক ৭:১৫ - ২৩ পদ পড়লে আমরা সেখানে কি পাই, মানুষকে কিভাবে অশুচি করে ?

১৩। মন্দ বিষয়গুলি কোথা থেকে বের হয়ে আসে ?

১৪। যাকোব ১:১৪ পদ অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি কিভাবে পরীক্ষিত ও পাপে পতিত হয় ?

১৫। আমরা কি বাইরের কোন শক্তি দ্বারা প্রলোভিত হই ও পাপে পতিত হই ?

১৬। আমাদের নিজেদের ভিতরের মন্দ ইচ্ছা বা কামনাই কি আসলে সকল মন্দ প্রলোভনেরই উৎপত্তি দাতা নয়, - আপনার অভিমত কি ?

১৭। পৌল কি কখনো তার পাপের জন্য বাইরের কোন শক্তি বা শয়তানকে দায়ী করেছেন ?

১৮। আমার মধ্যে বসবাস কারী পাপ বলতে তিনি কি বুঝাতে চান ? বা এই কথা বলার কারণ কি?

১৯। হিব্রু শব্দে শয়তান বলতে কি বোঝানো হয়েছে ?

২০। মথি ১৬:২৩ পদে যীশু কেন নিজ প্রিয় শিষ্য পিতরকে শয়তান বললেন, পিতর কি তাহলে অতিপ্রাকৃতিক কোন ব্যক্তি ছিলেন ?

২১। শয়তান অর্থ কি ?

২২। যদি আমি আপনার মতামতের বিরোধীতা করি সে ক্ষেত্রে কি আমিও আপনার কাছে শয়তান নয় - আপনার অভিমত কি ?

২৩। দিয়াবল সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি ? বাইবেলের পদ ব্যবহার করে উত্তর লিখতে চেষ্টা করুন।

২৪। দিয়াবল শব্দকে আমাদের বিপক্ষ বা শত্রু, সত্যের বিরোধীতাকারী হিসাবে উলেখ করাই কি শ্রেয় নয় ? - নাকি এর দ্বিমত এখনো রয়েছে ?

২৫। কামনা স্বগর্ভা হইয়া কি প্রসব করে এবং পাপ পরিপক্ক হইয়া কাহার জন্ম দেয় ?

২৬। যাকোব ১:১৪ - ১৫ পদটি যদি সত্য হয় তবে কি শয়তান অতিপ্রাকৃতিক কোন ব্যক্তি এই ধারণা মিথ্যা হবে না ?

২৭। ১ম যোহন ৩:৮ পদ অনুসারে, যে পাপাচরণ করে সে কাহার ?

২৮। ঈশ্বরের পুত্র কেন প্রকাশিত হইলেন ?

২৯। পাপ ও প্রলোভন কোথায় তৈরী হয় ?

৩০। আত্মিক দ্বন্দের আসল জায়গাটি কোথায় ?

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
পি ও বক্স নং ১৭১১২, টালিগঞ্জ এইচ, ও., কলকাতা, ৭০০০৩৩, **ভারত**

Is The Devil A Supernatural Person?

Bible Basics Leaflet 3

Published by:
Christadelphian Bible Students
P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**
P.O. Box 17112, Tollygunge H.O., Kolkata – 700033, **India**

Copyright Bible Text: BBS OV (with permission)

This booket is translated and published with the kind permission of Bible Basics, PO Box 3034, South Croydon, Surrey, CR2 0ZA England.